

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণী' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

বাড়ি	- আবাসগৃহ, বাসস্থান, বাসুসংলগ্ন বেষ্টিত স্থান।
পিড়ে	- ক্ষুদ্র কাঠাসন, কাঠের তৈরি বসার ছোট আসন, বসবার জন্য ব্যবহৃত চতুষ্কোণ কাঠখন্ড বা তক্তা।
গামছা	- গা মোছার জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার কাপড়ের টুকরা।
আঁচল	- বস্ত্রের প্রান্ত ভাগ।

পাতি	- পেতে, বিছিয়ে।
রাতি	- রাত, রাত্রি, রজনী, নিশি।
চাঁদমুখে	- চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বা প্রীতিপ্রদ মুখে।
সুখে	- আনন্দে, তৃপ্তিতে, আরামে, আয়াসে।
গাধি	- গোথে।
দোহন	- দুধ দোয়ার কাজ।
লয়ে	- নিয়ে।
গন্ধ	- বাস, সুবাস, ঘ্রাণ।
শুকে	- গন্ধ নিয়ে, ঘ্রাণ নিয়ে।
রথ	- চক্রযুক্ত যান, গাড়ি, শকট, আকাশযান।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

ভোমর, পিড়ে, জলপান, শালিধান, চিড়ে, বিমিধান, খই, কবরী কলা, দই, কাঁঠাল, শূয়ো, আঁচল, রাতি, চাঁদ, গাধি, জড়িয়ে, গাই, দোহনের, ডালিম, কাজলা দিঘি, কাজল জল, হাঁস, মৌরি, গন্ধ, শুকে, রথ।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ তোমার বাড়িতে অতিথি এলে কীভাবে তাঁর যত্ন নেওয়া হয়, বর্ণনা কর (একক কাজ)।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৭৩

উত্তর : আমার বাড়িতে অতিথি এলে প্রথমে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাকে ঘরে বা বারান্দায় পাটি বা চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়। একটু বিশ্রামের পর তাকে হাত-মুখ ধোয়ার পানি দেওয়া হয়। মা তাকে জলখাবার খেতে দেন। জলখাবার হিসেবে মিষ্টি, লুচি, তরকারি অথবা দই, দুধ, মিষ্টি, চিড়া খেতে দেওয়া হয়। খাওয়া শেষে বসে অতিথির সঙ্গে গল্প করি। মা তখন রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। খুব সুন্দর সুন্দর রান্না করা হয়। রাতের খাবার খাওয়ার পর তাকে নরম করে বিছানা পেতে দেওয়া

হয় তিনি যেন ক্লান্তি বোধ না করেন। সব শেষে বাবা তার ঘরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে গল্প শেষ করে তাকে ঘুমাতে বলেন। এভাবেই আমরা অতিথি এলে তার যত্ন করি, তাকে আপ্যায়ন করি।

খ ▶ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী খাবারসমূহের (অঙ্কলিতিক) তালিকা তৈরি কর। (দলীয় কাজ)

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৭৩

উত্তর : পরামর্শ : প্রথমে তোমরা সব বন্ধু মিলে একত্রে খাতা-কলম নিয়ে বস। তার পর কার বাড়ি কোন অঞ্চলে তা লেখ। অঙ্কল অনুযায়ী প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর অথবা বিখ্যাত খাবার সম্পর্কে জানতে চাও। দেখবে তালিকা তৈরি হয়ে গেছে। প্রয়োজনে স্কুলের শিক্ষকদেরও সাহায্য নিতে পার।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি- এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি বন্ধুকে কোন ধানের চিড়া খেতে দিবেন?
● শালি ● আমন ● বোরো ● বিরি
২. 'ধামিও তব রথ'-সারা কী বোঝানো হয়েছে?
● যাত্রাবিরতি ● রথ দেখা ● গভব্যো পৌছানো ● রথ চালনা
৩. কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই-
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই
ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়োতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙিন করি মুখ।

৩. উদ্ভূতির প্রথম স্তবকের সাথে নিচের কোন চরণ/চরণসমূহে মিল লক্ষ করা যায়-

- i. আমার বাড়ি যাইও ভোমর/বসতে দেব পিড়ে।
- ii. গাছের শাখা দুপিয়ে বাতাস/করব সারা রাতি।
- iii. তারা ফুলের মালা গাধি/জড়িয়ে দেব বুকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ● i ও iii ● ii ও iii ● i, ii ও iii

৪. উদ্ভূতির দ্বিতীয় স্তবকের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার মিল কোথায়?

- প্রকৃতিতে ● নিমন্ত্রণে ● খাদ্য-বর্ণনায় ● বন্ধুত্বে

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



১. প্রশ্ন ১: তুমি যাবে ডাই- যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ডরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ডাইয়ের মেহের ছায়।
- ক. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কাজলা দীঘির কাজল জলে কী ভাসে? ১
- খ. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার কোন অংশের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপক ও 'আমার বাড়ি' কবিতার ভাবার্থ কি এক? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কাজলা দীঘির কাজল জলে হাঁস ভেসে বেড়ায়।
- খ. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আদর-যত্নে আপ্যায়ন করার জন্য।
- 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি তাঁর বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি শুধু আমন্ত্রণই জানানি, আপ্যায়ন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। বন্ধুকে বলেছেন, তাঁর বাড়িতে গেলে কবি বন্ধুকে পিড়ে পেতে বসতে দেবেন। দই, খই, কলা দিয়ে জলপান করাবেন। সারা দিন বন্ধুকে নিয়ে খেলা করবেন। আর এ রকম আদর-যত্ন, আপ্যায়ন করার জন্যই কবি বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানান।

গা • উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার প্রথম অংশের মিল আছে।

• বাঙালি মাত্রই বন্ধু-বান্ধবকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করতে ভালোবাসে। মানুষের সাথে সাথে বাংলার প্রকৃতিও যেন নিমন্ত্রিত বন্ধুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

• উদ্দীপকের প্রথম চরণে কবি প্রিয় মানুষটিকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বলেছেন তার সাথে তার লতা-পাতায় ঘেরা ছোট গায়ে যেতে। উদ্দীপকের কবির এই আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি 'আমার বাড়ি' কবিতার প্রথম অংশে প্রকাশিত হয়েছে। কবি জসীমউদ্দীনও তাঁর বন্ধুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উভয় জায়গায় বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ • হ্যাঁ, উদ্দীপক ও 'আমার বাড়ি' কবিতার ভাবার্থ এক।

• বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। এদেশের মানুষ অতিথিকে আদর-যত্নের জন্য আন্তরিকভাবে সব রকম চেষ্টা করে। অতিথিকে নিবিড়ভাবে সেবা ও পরিচর্যা করে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে আমরা দেখি কবি তার গাছ-লতা-পাতায় ঘেরা ছোট গ্রামের নিজ বাড়িতে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানান যাওয়ার জন্য। তাঁর ঘরখানি মেহ-মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে। কবির ঘরটি ভরে রয়েছে মায়ের, বোনের ও ভাইয়ের আদর-মেহে। বন্ধু যদি তার বাড়িতে যায় তবে সেও এই মেহ-ভালোবাসা পাবে। 'আমার বাড়ি' কবিতায়ও কবি বন্ধুকে নিজের গ্রামের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শুধু আমন্ত্রণই জানাননি, আপ্যায়ন করার, খেলাধুলা করার ও প্রাকৃতিক পরিবেশে দেহ-মন জুড়ানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

• উদ্দীপক ও 'আমার বাড়ি' কবিতা উভয় জায়গায় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা ও তাকে মেহ-ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও কবিতার ভাবার্থ এক।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

৬০ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা।

প্রশ্ন ২ চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। তাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এক কোণে পা মুড়ে বসে বাদাম-আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল। এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।' [তথ্যসূত্র : প্রবাস বন্ধু-সৈয়দ মুজতবা আলী]

- ক. 'নক্সী কাঁথার মাঠ'— কার লেখা? ১
- খ. ডালিম ফুলের হাসি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার বাড়ি' কবিতার কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি 'আমার বাড়ি' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক • 'নক্সী কাঁথার মাঠ' পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের লেখা।

খ • ডালিম ফুলের হাসি বলতে গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বোঝানো হয়েছে।

• বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। সেখানে নানান ধরনের গাছপালা, ফুল, পাখি ইত্যাদি দেখা যায়। এগুলোর সৌন্দর্য আমাদের মন কাড়ে। সেই সৌন্দর্যের ধারায় কবিতায় ডালিম গাছে ডালিম ফুল ফুটে থাকার বিষয়টির কথা বলা হয়েছে। ডালিম গাছে ফুল ফোটার পরে তার মোহনীয় সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। সেই ফুলের হাসির মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

গ • উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার বাড়ি' কবিতার অতিথি আপ্যায়নের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

• বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি। চিরকাল ধরেই অতিথি আপ্যায়ন করার ক্ষেত্রে বাঙালির তুলনা হয় না। বাঙালির চিরায়ত এই ঐতিহ্য ও সম্মানবাহার বিশ্বের দরবারেও ব্যাপক প্রচারিত ও প্রসারিত।

• উদ্দীপকে লেখককে নানানভাবে আপ্যায়ন করার দিকটি ফুটে উঠেছে। আবদুর রহমান লেখককে একের পর এক আপ্যায়ন করে চলেছে। কখনো চা, কখনো আখরোট। এত আপ্যায়ন করেও যেন আবদুর রহমানের মন ভরেনি। 'আমার বাড়ি' কবিতায়ও অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অতিথিকে বাড়ির রান্না চিনিতে তাকে বিভিন্নভাবে আপ্যায়ন করার আশ্বাস দেওয়া

হয়েছে। যেমন— গিড়িতে বসিয়ে গামছা বাঁধা দই খাওয়ানো, শালিধানের চিড়ে, বিল্লি ধানের খই, কবরী কলা ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও অতিথিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার বাড়ি' কবিতার অতিথি আপ্যায়নের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ • না, উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি 'আমার বাড়ি' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।

• দেশ অনুযায়ী দেশের সংস্কৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। সব দেশে অতিথি আপ্যায়ন করার পদ্ধতিও এক রকম নয়। আমাদের দেশে অতিথিকে খাওয়াদাওয়া করিয়ে, তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সময় দিয়ে বিশ্রাম ও আনন্দ দিতে আমরা পছন্দ করি।

• উদ্দীপকে একজন অতিথিকে আপ্যায়ন করতে নিয়োজিত আবদুর রহমানকে দেখা যায়। সে নানানভাবে অতিথিকে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করে গেছে। অতিথির যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য তার খোঁজখবর রেখেছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে অতিথিপরায়ণতার দিকটি ফুটে উঠেছে। 'আমার বাড়ি' কবিতায়ও অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথিকে বিভিন্নভাবে আপ্যায়িত করার বিষয়টিও উপস্থাপিত হয়েছে কবিতায়। যেমন শালিধানের চিড়া, গামছা পাতা দই, কবরী কলা, ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কবিতায় মুখ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে অতিথি আপ্যায়নে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়। অতিথিকে আপ্যায়ন করতে চাওয়ার প্রয়াসের মাঝে চিরায়ত বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে।

• অতিথিপরায়ণতার দিক থেকে 'আমার বাড়ি' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকে কেবল অতিথি আপ্যায়ন করার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'আমার বাড়ি' কবিতায় অতিথি আপ্যায়ন করার যে চিত্র ব্যক্ত হয়েছে তার মাঝে চিরন্তন বাংলা ও বাঙালির বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি 'আমার বাড়ি' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।

উদ্দীপকের বিষয় : অতিথিকে নিমন্ত্রণ ও আপ্যায়নের মনোভাব।

প্রশ্ন ৩	যাচ্ছ কোথা?	ভজন হবে।
	চাঙড়িপোতা।	শুধুই ভজন?
	কিসের জন্য?	প্রসাদ ভোজন।
	নেমস্তন্ন।	কেমন প্রসাদ?
	বিয়ের বুঝি?	যা খেতে সাধ।
	না, বাবুজি।	কী খেতে চাও?
	কিসের তবে?	ছানার পোলাও।

[তথ্যসূত্র : নেমস্তন্ন— অমদাশঙ্কর রায়]